



## 14065 - রোযা অবস্থায় কুলি করার হুকুম

### প্রশ্ন

রোযা অবস্থায় ওযুর সময় মুখে পানি নিয়োর হুকুম কী?

### প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

একজন মুমনি পরপূর্ণভাবে ওযু করতে আদম্টি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই মর্মে আদেশে করছেন, তিনি বলেন: “ওযুকে পরপূর্ণ করুন, আঙুলগুলোর মাঝে খলিাল করুন, জরোরালোভাবে নাকে পানি দিনি; যদি না আপনি রোযাদার হন”।[সুনানে তরিমযি (আস-সাওম/৭৮৮), সুনানে আবু দাউদ (১৪২), আলবানী ‘সহহি সুনানতি তরিমযি গ্রন্থে (৬৩১) হাদসিটিকে সহহি বলছেন]

এখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রোযা অবস্থায় প্রকৃষ্টিভাবে কুলিও নাকে পানি দিয়ো থেকে বরিত থাকার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন; যাত করে এটি হারামের দিকে পর্যবসতি না করে। আর তা হলো রোযা অবস্থায় পানি পটে চলে যাওয়া। কিন্তু রোযা অবস্থায় নছিক কুলি করায় কোন আপত্তি নই; যদি রোযাদারের পটে পানি চলে না যায়।

তাই উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) এর থেকে বর্ণতি সহহি হাদসি এসছে যে, তিনি বলেন: একবার আমি রোযা অবস্থায় চাঙগাবোধ করে চুম্বন করলাম। তখন বললাম: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আজ আমি জঘন্য কিছু করে ফলেছি। আমি রোযা রেখে চুম্বন করে ফলেছি। তিনি বললেন: আপনি যদি রোযা রেখে কুলি করেন; তাহলে সটোক কমন মনে করেন? আমি বললাম: অসুবিধা নাই। তিনি বললেন: তাহলে এই প্রশ্ন কেন?[সুনানে আবু দাউদ (সাওম অধ্যায়/২০৩৭), আলবানী সহহি সুনানে দাউদ গ্রন্থে (২০৮৯) হাদসিটিকে সহহি বলছেন]

হাদসিটির ব্যাখ্যাকার বলেন: তাঁর বাণী: “আপনি যদি রোযা রেখে কুলি করেন; তাহলে সটোক কমন মনে করেন”: এর মধ্যে চমৎকার ফকাহ (সূক্ষ্মবোধ) এর দিকে ইঙ্গতি রয়েছে। সটো হলো: কুলি করা রোযাকে ভঙ্গ করবে না। যহেতে কুলি হলো পান করার পূর্বধাপ...।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।